দৈনিক জনকণ্ঠ

29 APR 2003

পৃষ্ঠা ৩

উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার ৬৩৫ কোটি টাকা লুট!

মামুন-অর-রশিদ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের ৬শ' ৩৫ কোটি টাকা এক হাজার এনজিও লুটপাট করে নিচ্ছে। ভুঁইফোড় একশ্রেণীর এনজিওকে কাজ পাইয়ে দিতে সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তারা লাখ লাখ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। লুটপাটের এই মহোৎসব পর্বে বড় রাঘব বোয়ালরা জড়িয়ে পড়ছে।

এ ব্যাপারে রবিবার সবচেয়ে বড় লুটপাটের মহোৎসবের ঘটনা ঘটে গেল।

এবার তিন শ' ২১টি এনজিওর প্রতিটিকে ২২ লাখ টাকার কাজ বিতরণ নিয়ে বিরোধ তৈরি হলে রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। অতীতে যারা এই প্রকল্পে কাজ করেছে কিন্তু এবার কাজ পায়নি রবিবারই তাদের অনেকেই তেজগাঁও এলাকার উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে। সোমবার সকালে এই কার্যালয়ের (২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

উপআনুষ্ঠানিক (প্রথম পাতার পর)

সামনে বিক্ষুব্ধ কয়েকজন এনজিও কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করলে তাঁরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। অধিদফতরের কর্মকাণ্ডে ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। খুব শীঘ্রই তাঁরা আন্দোলনে যাওয়ার জন্য সংগঠিত হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

সিরাজগঞ্জের স্থানীয় এনজিও সোসিও হেলথ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (SHARP)-এর পরিচালক শওকত আলী জানান, তাঁর প্রতিষ্ঠান যোগ্যতা বিবেচনায় কাজ অতীতে পেয়েছে। এবারই প্রথম কাজ পায়নি। শুধু তাই নয় সিরাজগঞ্জের আরও একটি প্রতিষ্ঠান এনডিপি, পরিচালক আলাউদ্দিন খান কাজ পাননি। তিনি এই অধিদফতরের কাজ করছেন ১৯৯৪ সাল থেকে। তাঁর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অধিদফতরের রিপোর্টও ভাল। কিন্তু কেন কাজ পায়নি সে ব্যাপারে শওকত আলী জানান, আমরা আগে যোগাযোগ করে কর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিনি বলে কাজ পাইনি। শওকত আলী জনকণ্ঠকে আরও বলেন সাভারের ডিএসডি নির্বাহী পরিচালক আব্দুস সামাদের এই এনজিওটি সুপ্রতিষ্ঠিত। অতীতে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে, তবুও এবার কাজ দেয়া হয়নি। কিন্তু সিরাজগঞ্জের সন্ধানী, সিসিডিসি, ডিএনকে, এমইউএস-এসব এনজিওর ঘর, অফিস না থাকা সত্ত্বেও কাজ পেয়েছে। কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ পেল সেই প্রশ্নে তোলপাড় চলছে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর এলাকায়। সোমবার দিনভর অধিদফতরে অপেক্ষা করে কথা বলার জন্য পদস্থ কাউকে পাওয়া যায়নি। দফতর থেকে জানানো হয়েছে ডিজি মন্ত্রণালয়ে আছেন। অন্য কর্মকর্তারা সভা করছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক এনজিও কর্মকর্তা জানান, এবার তাঁর প্রতিষ্ঠানটিও বাদ দেয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাজ পেয়েছে জিকেকে ব গণকল্যাণ কেন্দ্র, এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এআরডি), ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ভিডিসি)। এসব প্রতিষ্ঠানের তুলনা নির্বাচনে ১৪টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য-নীতিমালা খুব কম ক্ষেত্রে মেনে চলা হয়েছে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, যেখানে অন্তত তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা লাগবে সেখানে এক বছর কিংবা ছ'মাস পূর্বে গড়ে ওঠা এনজিও কাজ পেয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। তবে কাগজপত্রে অনেক জাল-জালিয়াতি করেও দু'একটি এনজিও কাজ পেয়েছে বলে জানা গেছে। সিরাজগঞ্জের 'ডিএনকে' এনজিওটি এই প্রতিষ্ঠানের টাকা নিয়ে ১৯৯৭ সালে মেরে দিয়ে কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল। এবারও তারা কাজ পেয়েছে বলে জানা গেছে। আত্মীয়তন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, দলতন্ত্রের ওপরে এবার সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে অর্থতন্ত্র। নির্দিষ্ট অঙ্কের কমিশনে কাজ দেয়া হয়েছে। যেসব ভুঁইফোড় এনজিও কাজ নিয়েছে এদের চ্যানেল মাঠপর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্বস্ত একটা সূত্র জানিয়েছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনৈক এনজিও মালিক স্থানীয় বিএনপি এমপিকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমকে বলা হলে উপদেষ্টা তাঁকে জানিয়েছেন, এবারের তালিকা চূড়ান্ত হয়ে গেছে, এখন তো কিছু করতে পারছি না। পরবর্তী পর্যায়ে যখন কাজ বণ্টন করা হবে তখন ভরে দেবেন বলে জানিয়েছেন। এনজিও বিভাগের কর্মকর্তা শ্যামল বাবুকে পাওয়া যায়নি। এই বিভাগে কর্তব্যরত রওশন আরা জনকণ্ঠকে বলেন, প্রথমবার সারা দেশে ১২৯টি এনজিওকে কাজ দেয়া হয়েছিল। এগুলো মনিটর করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ৬৭টি এনজিওকে। এবার একই প্রকল্পে 'মানব উন্নয়নে সাক্ষরতা-উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প' দেশের ২৪টি জেলার এক শ' ৬৩টি উপজেলার ৩শ' ২১টি এনজিওকে কাজ দেয়া হয়েছে। এদের কাজ মনিটরিংয়ের দায়িত্ব হয়ত আরও শ'খানেক এনজিওকে দেয়া হবে। কোন রকম উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে কাজ দেয়া হয়েছে কিনা- এই প্রশ্নের জবাবে রওশন আরা বলেন, এটা আমার জানার কথা নয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা, নবীনগর, ভৈরব, আশুগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও বগুড়াসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজ বিতরণে অনিয়ম ও কর্মকর্তাদের কমিশনের মাধ্যমে লুটপাটের অভিযোগ এসেছে।

উপআনুষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পর্কে অধিদফতরের পরিচালক ফজলুর রহমান জনকণ্ঠকে বলেছেন, চারটি কমিটির মাধ্যমে এনজিওগুলোকে মূল্যায়ন করা হয়। প্রথম বাছাই কমিটি, দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন কমিটি, তৃতীয় পর্যায়ে মতামত প্রদান কমিটি (সাবমিশন কমিটি) এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্বাচন কমিটি (সাবমেশন কমিটি)। এই চারটি পর্যায়ে মূল্যায়ন হওয়ার কারণে কোন রকম অনিয়মের সুযোগ নেই বলে তিনি জানান। উৎকোচ গ্রহণ করে এনজিও সিলেকশনের বিষয়ে আর্থিক লেনদেন হুর ঘটে থাকে বলে বলা হয়। তাই এখানে কর্মকর্তাদের জড়িত হওয়ার সুযোগ কম। তবে এই কর্মকর্তারাই বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটিতে এনজিও নির্বাচন করেন সে বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেননি। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরে প্রতি বছর নিচের পর্যায়ে 'প্রকল্প প্রস্তাব' জমা দিতে হতো। এখান থেকে ধাপে ধাপে ওপরে যেত। আকস্মিকভাবে এ বছর 'প্রকল্প প্রস্তাব' প্রশাসনের ওপরের পর্যায়ে জমা দিতে হয়েছে। সেখান থেকে নির্বাচিত হয়ে নিচের পর্যায়ে এসেছে। এখান থেকে লিখে ওপরে পাঠানো হয়েছে। এ বছর এই নতুন নিয়মের পেছনে বিশেষ রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে। প্রতিটি এনজিও যারা ২২ লাখ টাকা করে পাচ্ছে তাদের কাজ হচ্ছে ৩০ জনকে নিয়ে একটি কেন্দ্র করা। এই কেন্দ্রের একজন শিক্ষক থাকেন এসএসসি পাস। যিনি মাসে পাঁচ শ' টাকা বেতন পান। এ রকম ১৫টি কেন্দ্র নিয়ে গড়ে ওঠে একটি ইউনিট বা ব্লক। প্রতিটি থানায় সর্বোচ্চ দু'টি ব্লক বা ইউনিট করা যাবে। প্রতি ইউনিটের জন্য একজন সুপারভাইজার থাকেন। বিধি অনুসারে যাকে পনেরো শ' টাকা দেয়ার কথা রয়েছে। ১২ মাসে এক বছর হলেও এসব এনজিও ৯ মাসে বছর ধরে কাজ করে। এই এক বছরের জন্য ২২ লাখ টাকা কিভাবে খরচ হয় সেই প্রশ্নে ফজলুর রহমান বলেন, বই-পুস্তকসহ অনেক খাত রয়েছে। বাজেটের মধ্যে কমিশনের সুযোগ রাখা হয়েছে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে যান। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর মোট চারটি প্রকল্পে কাজ করছে। এক নম্বর প্রকল্প হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছরের অশিক্ষিতদের সাক্ষর জ্ঞান, দু'নম্বর প্রকল্প হচ্ছে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়স্কদের সাক্ষর জ্ঞান, তিন নম্বর প্রকল্প হচ্ছে বিভাগীয় শহরে ৮ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের সাক্ষর জ্ঞান, চার নম্বর প্রকল্পে রয়েছে জেলা পর্যায়ে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন। ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এই প্রকল্পের মেয়াদ একাধিকবার বাড়ানো হয়েছে। বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের পরিস্থিতি দেখে পিছুটান দেয়াতে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে অনেক কার্যক্রম চালু রেখেছে। আগামীতে প্রকল্পের জন্য আরও প্রায় চার শ' কোটি টাকা সরকারের কাছে চাওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, সরকারও এ বিষয়ে আগ্রহী। একনেকের প্রথম বৈঠকেই এই প্রকল্প সম্মতি পাওয়ার বিষয়ে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র অভিযোগ করেছে, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে খাতের পর খাত দেখিয়ে তৈরি এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে পরিমাণ কমিশন পাওয়া যায় অন্য ক্ষেত্রে তা দুষ্প্রাপ্য। তাই নীতিনির্ধারকদের এ বিষয়ে বেশ আগ্রহ রয়েছে।

এদিকে কোয়ালিশন অব লোকাল এনজিও (সিএলএন) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলেছে, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর (এনএফই) দাতা সংস্থার ঋণে এনজিও সহযোগিতায় গণশিক্ষা বাস্তবায়ন প্রকল্প পরিচালনা করছে। উক্ত কর্মসূচীতে সকল স্বচ্ছতা পরিত্যাগ করে অধিদফতরের বর্তমান ডিজি সাইফুজ্জামান শতকরা ১০ টাকা কমিশনের বিনিময়ে গণশিক্ষা বাস্তবায়ন প্রকল্প কাজ বণ্টন করেন। এভাবে তিনি প্রায় তিন কোটি টাকার সুবিধা গ্রহণ করেন। এ ঘটনায় এনজিও মহল হতাশ ও ক্ষুব্ধ। কোয়ালিশন অব লোকাল এনজিও অবিলম্বে তাঁকে বরখাস্ত ও দ্রুত বিচার আইনে সমর্পণের দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে তারা এনজিও নির্বাচন ও বরাদ্দ বাতিলের দাবি জানিয়েছে। সিএলএন নেতৃবৃন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন শাস্তিদানে বিলম্ব হলে অধিদফতরের তথ্যপ্রমাণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন। কোয়ালিশন অব লোকাল এনজিও একই দাবিতে আগামী ১৮ মে রবিবার সকাল ১০টায় অধিদফতর ভবনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।